ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ডন-৩' সিনেমা নির্মাণে কত টাকা খরচ হচ্ছে
পৃঃ ৫

ডোপ কাণ্ডে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ পগবা
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬৩ ● কলকাতা ● ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৫ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কাজ করবেন ৫০ দিন, টাকা মিলবে ১০০ দিনের! ঘোষণা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চাশ দিনের কাজ করলেই মিলবে ১০০ দিনের সমান টাকা। এমনই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব মেদিনীপুরে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তিনি জানিয়ে দিলেন, আগামী এপ্রিল-মে থেকেই সেই 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের সূচনা করা হবে।সেইসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই মমতা জানিয়ে দেন যে ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেমন 'একলা চলো'-র পথে হেঁটেছে, আবাস যোজনার ক্ষেত্রেও তাই হবে। আগামী মে'র মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে টাকা না পাওয়া যায়, তাহলে নিজের কোষাগার থেকেই আবাস যোজনার টাকা দেবে রাজ্য সরকার। ঠিক যেমনটা করা হয়েছিল ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে। প্রাপ্য টাকা না দেওয়ায় রাজ্য সরকার নিজেই ২৪ লাখ শ্রমিকের টাকা মিটিয়ে দিয়েছে বলে দাবি করেছেন মমতা।যাঁরা জবকার্ড হোল্ডার, তাঁরা সেই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, তাই আমরা একটা নতুন কাজ করছি। ১০০ দিনের কাজ নামটা থাকলও ৩০-৩৫ দিনের বেশি কোনও বছর কাজ হত না। আর বাংলাই এক নম্বরে ছিল।'

মমতা আরও বলেন, 'তাই মনে রাখবেন, যাঁরা গরিব মানুষ, তাঁরা ১০০ দিনের কাজের জন্য যে টাকা পেতেন, সেই টাকাই পাবেন (অর্থাত ১০০ দিনের সমান কাজের মজুরি মিলবে ৫০ দিন কাজ করেই)। কিন্তু প্রকল্পের নাম হবে শুধু কর্মশ্রী।

এরপর ৩ পাতায়

পদ্মের পথে দুই মূর্তি, টিকিট অনিশ্চিত অপর দুইয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বড়ই বিচিত্র রাজনীতি। কখন কোন খেলা হয়, তা আগে থেকে বলা খুব মুশকিল। এই এখন যেমন হচ্ছে বাংলার বুকে। তীব্র জল্পনা ছড়িয়েছে, তাপস রায় তৃণমূলের বিধায়কের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে যোগ দিতে চলেছেন বিজেপিতে। একই সঙ্গে তিনিই নাকি ২৪'র ভোটে উত্তর কলকাতা আসন থেকে পদ্মপ্রার্থী হচ্ছেন।আবার একই অবস্থা দিব্যেন্দুরও। এতদিন দলের সঙ্গে বেইমানি করে তিনি পদ্মশিবিরে লুকিয়ে ছিলেন। তৃণমূলকে ক্ষতবিক্ষত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। এখন তীরে এসে তরী ডোবার উপক্রম হয়েছে। কেননা হুট করে ক্যানভাসে চলে এসেছেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। খোদ দিব্যেন্দুর বাবা শিশির অধিকারী পর্যন্ত ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন, তমলুক থেকে 'ভগবান'ই বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন। দিব্যেন্দু তো বটেই, অধিকারী পরিবারও নিশ্চিত ছিল দিব্যেন্দুই তমলুক থেকে বিজেপি প্রার্থী হবেন। কিন্তু

এরপর ৩ পাতায়

লালুর মন্তব্যকে নিশানা বিজেপি নেতৃত্বের, মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি নতুন প্রচার শুরু করে দিল। লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা এখনও হয়নি। তবে ভোটের বাদ্যি যে বেজে গিয়েছে তা রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ থেকেই স্পষ্ট। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। এই আবহে 'পরিবার' নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের কটাক্ষের জবাবে আসরে নামল বিজেপি।মোদী সোমবার নিজেও লালুর কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন। তেলঙ্গানায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিরোধীরা আমার পরিবার নিয়ে আক্রমণ করছেন। কিন্তু আজ গোটা দেশ বলছে আমার পরিবার।" তার পর সেই মঞ্চ থেকে আবারও পরিবারতন্ত্র নিয়ে বিরোধীদের খোঁচা দেন তিনি। মোদী বলেন, "দেশের ১৪০ কোটি মানুষই আমার পরিবার। আমার জীবন খোলা বইয়ের মতো। ইন্ডিয়া জোটের নেতারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁরা নিজেদের পরিবারের বাইরে কিছু বোঝেন না।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নডডা সকলেই সমাজমাধ্যমে 'প্রতিবাদ' শুরু করেছেন। সেখানে নামের পাশে একটাই কথা, 'মোদী কা পরিবার'। মোদী-সহ বিজেপির একাধিক নেতা-নেত্রী বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে বার বার 'পরিবারতন্ত্র'-এর কথা টেনে

এরপর ৩ পাতায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজের অবস্থা স্থিতিশীল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী স্মরণানন্দজির অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। ভক্তদের স্বস্তি দিয়ে এ খবর জানালেন মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি। তিনি বলেন, "গতকাল রাতের পর থেকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। ডাক্তাররা আশাবাদী হয়তো আগামীকালই তাকে ভেন্টিলেশন থেকে সাধারণ বেডে স্থানান্তরিত করা হতে পারে।" তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট মহারাজের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি পুস্পস্তবকও পাঠানো হয়েছে।গত বছর সেপ্টেম্বরের মাসের শেষের দিকে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।তাঁকে পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তী সময়ে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে

এরপর ৩ পাতায়

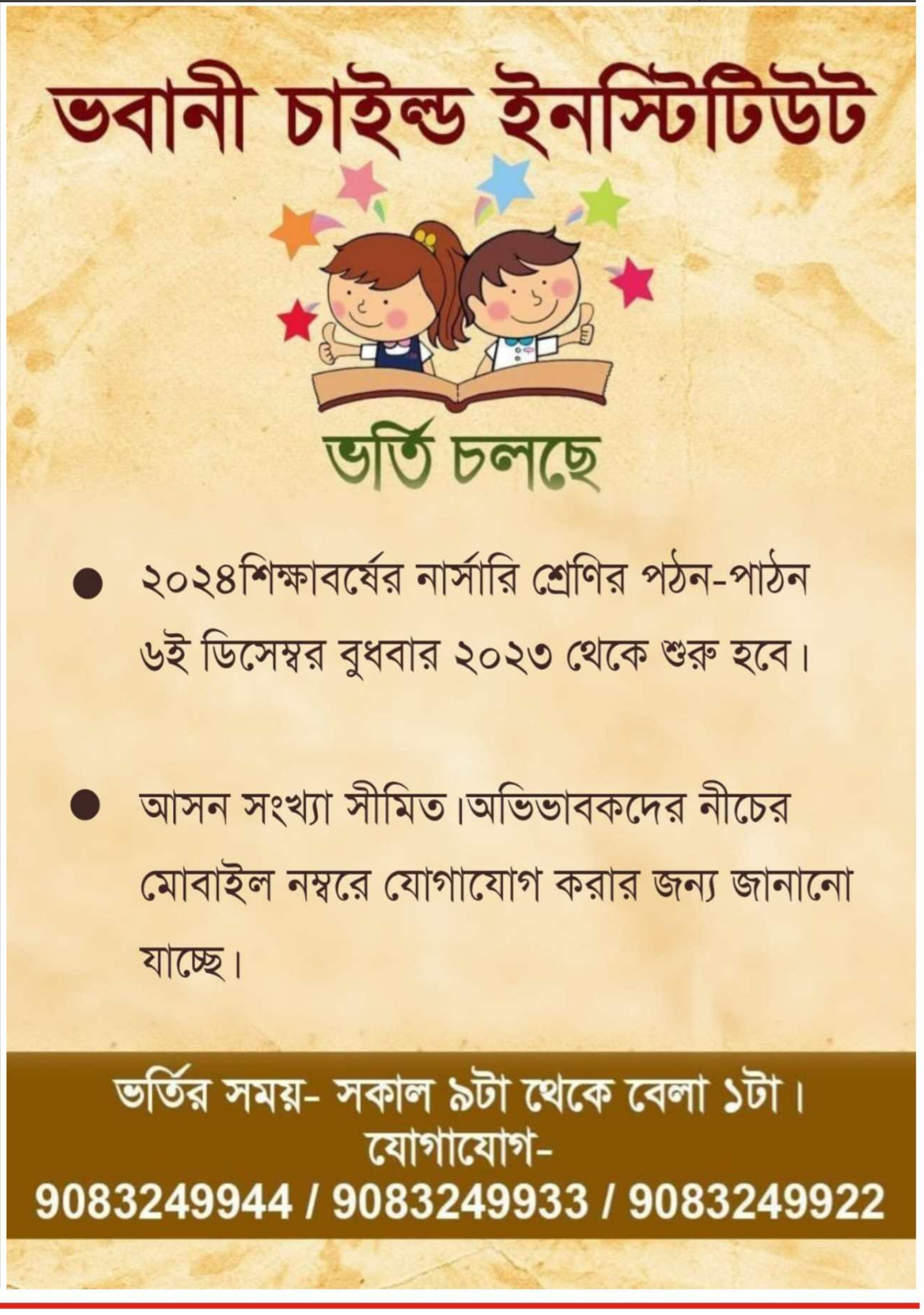

এই প্লাটিনাম জুয়েলারি ট্রেন্ড কে বুকমার্ক করুন

কলকাতা ৪ মার্চ ২০২৪: নিউজ সারাদিন : বসন্তের সূচনার সাথে, রানওয়েতে ঝলমলে গহনার প্রবণতা সহ স্টাইল গেমটিকে একটি খাঁজে নিয়ে যাওয়ার সময় ! ২০২৪ এই নতুন স্টাইলের ট্রেন্ড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে এবং আপনার গহনাকে কেন্দ্রের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে ! এই বছরের জুয়েলারী শুধুমাত্র চেহারাকে পেরেক দেওয়া বা প্রবণতা অনুসরণ করা নয়, বরং আপনার মেজাজ প্রকাশ করার প্রবণতাকে আলিঙ্গন করা, আপনার মুহূর্তগুলি চিহ্নিত করা এবং একটি বিবৃতি তৈরি করা যা অবশ্যই মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

এই প্রবণতা সম্পর্কে মন্তব্য করে, পল্লবী শর্মা, ব্যবসায়িক পরিচালক, পিজিআই ইন্ডিয়া, বলেন

"মহিলাদের গহনার ল্যান্ডস্কেপ বছরের পর বছর ধরে সত্যিই বিকশিত হয়েছে, একটি নতুন বিভাগ তৈরি করেছে যা আধুনিক নারীদের চাহিদা পূরণ করে যারা সমসাময়িক ডিজাইনের সন্ধান করে যা তাদের জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূরক। একটি এক্সটেনশন হিসাবে কাজ করে। ২০২৪ সালে, প্রামাণিক হওয়া কেন্দ্রের মঞ্চ বজায় রাখা অব্যাহত থাকবে, নারীরা মজাদার প্যাটার্ন, মূল্যবান ধাতু, গাঢ় রঙ এবং পপ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী মোটিফগুলির সাথে মিলিত অনন্য উপকরণ গুলোর মাধ্যমে শৈল্পিক অভিব্যক্তির জন্য ক্যানভাস হিসাবে কাজ করে এমন গহনা নিয়ে খেলার সাথে পরীক্ষা চালিয়ে যাবে। আর্ট ডেকো প্রবণতা ইতিমধ্যে রানওয়ে গুঞ্জন আছে। কব্জি, আংটি এবং এমনকি নেকওয়্যার দিয়ে তাদের নিজস্ব অনন্য শৈলীর গল্প তৈরি করার জন্য বিভিন্ন আকার, রঙ এবং মোটিফ গুলোকে মিশ্রিত করতে এবং মেলাতে মহিলাদের উতসাহিত করে স্ট্যাকিং একটি প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বছরটি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এবং মেজাজ কখনই ধ্রুবক থাকে না এবং স্টাইল স্টেটমেন্ট ও উচিত নয়। ভাস্কর্যের ন্যূনতম থেকে সাহসী স্ট্যাকিং পর্যন্ত, ২০২৪-এর শৈলী মন্ত্রটি হবে পরীক্ষা করা এবং প্রতিটি মেজাজকে পূরণ করা এবং নিজের মূলে সত্য থাকা।"

এবং আপনি যখন আপনার জুয়েলারি ওয়ারড্রব আপডেট করার জন্য বিকল্পগুলির আধিক্যের মাধ্যমে ব্রাউজ করছেন, প্ল্যাটিনাম গহনা বছরের জন্য আপনার স্টাইল গেমের শীর্ষে থাকার জন্য আদর্শ পছন্দ হিসাবে আবির্ভূত হয়। এটি একটি সাহসী স্টেটমেন্ট টুকরা হোক বা বারবার পরিধানের জন্য একটি বহুমুখী এবং আরও কার্যকরী নকশা হোক, পিজিআই দ্বারা প্ল্যাটিনাম ইভারার চমৎকার কারুকাজ করা টুকরা প্রতিটি মেজাজ এবং অনুষ্ঠানের জন্য কিছু অফার করে।

৯৫% খাঁটি প্ল্যাটিনাম থেকে তৈরি, প্লাটিনিয়ামের ইভারার দ্বারা জটিলভাবে তৈরি প্ল্যাটিনাম গহনার সূক্ষ্ম সাদা আভা আপনার স্টাইল গেমটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যখন আপনি নতুন চেহারা নিয়ে পরীক্ষা করেন, নতুন প্রবণতা চেষ্টা করেন বা আপনার দৈনন্দিন গহনা সংগ্রহে যোগ করেন।

২০২৪ সালের মধ্যে আপনি ঝকঝকে এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন তা নিশ্চিত করতে নীচে আমাদের শীর্ষ ৩টি সুপারিশ রয়েছে।

মিনিমালিস্টিক কিন্তু সাহসী

এটি সর্বদা আপনার প্রামাণিক আত্মের সাথে সংযুক্ত থাকার সময় আপনার মনের অবস্থার উন্নতি করার বছর। সাহসী হওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনার মিনিমালিস্ট, পরিষ্কার লাইনের প্রতি আপনার ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাওয়া। 'ভাস্কর্য মিনিমালিজম' পরিষ্কার, ভাস্কর্যের গহনা যেমন কাফ ব্রেসলেট, বা পরিষ্কার লাইন সহ জৈব আকৃতির কানের দুল বা সাহসী স্টেটমেন্ট প্ল্যাটিনাম রিং যে কোনও চেহারায় আধুনিকতাবাদী, শিল্প অনুভূতি যোগ করে। এই ডিজাইনগুলো প্ল্যাটিনামের অন্তর্নিহিত শক্তির মতো একটি পরিষ্কার, ন্যূনতম চেহারার নিরবধি সৌন্দর্যের সাথে একটি শক্তিশালী পরিমাণে জৈব ফর্মকে একত্রিত করে। প্ল্যাটিনাম, তার প্রাকৃতিক সাদা দীপ্তি সহ, একটি ছোট কমনীয়তার প্রতিশ্রুতি দেয় যা সময়ের তরঙ্গ সত্ত্বেও অক্ষত থাকে।

আর্ট ডেকো চেহারা

শিল্প হিসাবে অনুরণিত এবং প্রায় ক্যানভাসের মতো পরিবেশন করা গহনার জন্য একটি ক্রমবর্ধমান পছন্দ রয়েছে। পপ সংস্কৃতির মোজাইক, মোটিফ এবং ক্ষুদ্রাকৃতি থেকে শুরু করে মূল নকশায় নান্দনিকভাবে মিশে থাকা সিরামিক, অনিক্স এবং রত্ন পাথরের মতো স্বতন্ত্র উপকরণ ব্যবহার করে রঙ এবং ভিনটেজ ভিব যোগ করার জন্য, একটি নির্দিষ্ট নান্দনিকতা রয়েছে যা রানওয়েতে জ্বলছে। জটিল নিদর্শনগুলি মহাবিশ্বের রহস্য গুলি কে প্রতিবিম্বিত করে একটি সূক্ষ্ম প্লাটিনাম ব্রেসলেট আবদ্ধ হীরার সাথে বিশ্রী দুল এবং মনোমুগ্ধকর - শৈল্পিক ভাবের আকর্ষণ এখানে থাকছে।

প্লাটিনাম হীরা এবং রত্নপাথরের উপর একটি ব্যতিক্রমী নিরাপদ দখল নিশ্চিত করে অন্য যেকোন মূল্যবান ধাতুর চেয়ে ঘন। এর খাঁটি সাদা চকচকে মূল্যবান পাথরগুলি কে তাদের সমস্ত সত্যিকারের উজ্জ্বলতার সাথে জ্বলতে দেয়।

জয়ের জন্য স্ট্যাক এবং কফ

২০২৪ স্ট্যাক প্রবণতা একটি নিয়মের সাথে আসে, কোন নিয়ম নেই! প্রি-অ্যালাইনড রিং কম্বো থেকে শুরু করে কিউরেটেড মিক্স এবং ম্যাচ স্ট্যাক পর্যন্ত, রিং স্ট্যাকগুলি সাহসীভাবে স্তরযুক্ত গহনার একটি বিভ্রম তৈরি করে এবং এটি একটি নিখুঁত কথোপকথন শুরু করে কারণ এটি একটি গল্প বলে এবং আপনার ব্যক্তিগত শৈলীকে স্পটলাইট করে। সূক্ষ্ম, স্তূপীকৃত নেক পিস গুলো অবিলম্বে একটি অত্যাশ্চর্য পোষাক বা একটি জমকালো ইন্দো-পশ্চিমী পোশাকে মার্জিত নেকলাইন কে স্পটলাইট করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাফ বা স্ট্রাকচার্ড কব্জির পোশাকের মতো, যা তাতক্ষণিকভাবে আপনার সামগ্রিক চেহারায় একটি অনন্য মাত্রা যোগ করে, এমন একটি প্রভাব তৈরি করে যা আপনি পার্টি ছেড়ে যাওয়ার অনেক পরেই প্রতিধ্বনিত হয়। কাফ ব্রেসলেট গুলো বিগত কয়েক সিজন ধরে রানওয়ে জুড়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন আকারে পাওয়া যেতে পারে - পুরু, পাতলা, ডুয়াল টোনড, অ্যাসিমেট্রিক বা অন্য কোনও কাঠামোগত প্যাটার্ন।

সিজনের সর্বশেষ প্ল্যাটিনাম ইভারা সংগ্রহ ভারতের শীর্ষস্থানীয় জুয়েলারি খুচরা দোকানে উপলব্ধ।

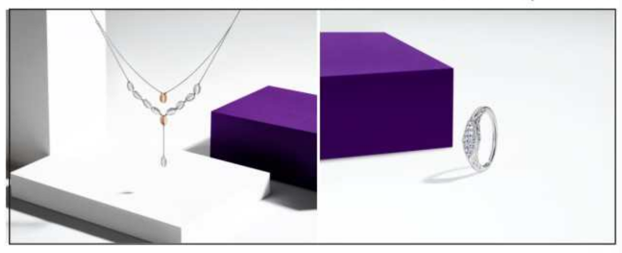

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের

বুথ প্রমুখের শক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ড. অনির্বাণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতে প্রায় দুই সপ্তাহ বাকি অনেকেই মনে করছেন, আর সেই সুযোগেই রাজনৈতিক সব দলেই প্রায় ঘর গোছাতে শুরু করেছে। তবে লোকসভা নির্বাচন কে কেন্দ্র করে রাজ্যের মানুষের কাছে প্রত্যাশা রাখছে বিজেপি।তাই নির্ভয়ে মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে সেটা সুনিশ্চিত করার দাবি জানায় বিজেপি। কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার প্রসঙ্গ তুলে

এরপর ৩ পাতায়

মাহিন্দ্রা এক্সিলেন্স ইন থিয়েটার অ্যাওয়ার্ডস (মেটা)

১৯তম সংস্করণের জন্য শীর্ষ ১০টি মনোনয়ন ঘোষণা করলো

কলকাতা ৪ মার্চ ২০২৪: নিউজ সারাদিন : ভারতীয় থিয়েটারের বার্ষিক পুরস্কার এবং উৎসব - মাহিন্দ্রা এক্সিলেন্স ইন থিয়েটার অ্যাওয়ার্ডস (মেটা) - ১৪ থেকে ২০ মার্চ, ২০২৪ এর মধ্যে আবারও দেশ জুড়ে থিয়েটার প্রেমীদের রোমাঞ্চিত রতে প্রস্তুত । মাহিন্দ্রা গ্রুপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মেটা ফেস্টিভ্যাল, ১৩টি বিভাগে মনোনীত সেরা ১০টি নাটকের ঘোষণা করলো। জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে উৎসবের পর, ২০ মার্চ ২০২৪ -এ একটি গ্র্যান্ড রেড কার্পেট অ্যাওয়ার্ড নাইটের আয়োজন করা হবে। পুরস্কার অনুষ্ঠানটি কামানি অডিটোরিয়ামে, নয়াদিল্লিতে ১৩টি বিভাগে ভারতীয় থিয়েটারের সেরা নাটককে সম্মানিত করবে। এ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে নাট্যজগতের প্রবীণরা এখানে উপস্থিত থাকবেন। মেটা ফেস্টিভ্যালের নাটকগুলো সবসময় তাদের থিম এবং চরিত্রায়নের মাধ্যমে বার্তা দেয়; এসব নাটকের বিষয়বস্তু মঞ্চে নাটকের মাধ্যমে পৌরাণিক কাহিনী, লিঙ্গ, পরিচয়, বিদ্রোহ, নিপীড়ন ও শোষণ, সর্বগ্রাসীতা, ধৈর্য, ব্যক্তিগত সংগ্রাম, দুঃসাহসিকতা ইত্যাদির মতো প্রাণবন্ত বিষয়বস্তু চিত্রিত হয়েছে। এই বছরের নির্বাচিত নাটকগুলিও মঞ্চে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত অনুরূপ বিষয়গুলি উথাপন করবে।

২০২৪ সংস্করণের জন্য, উৎসবটি সমগ্র ভারত, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কেরালা, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, আসাম, মণিপুর এবং রাজস্থান জুড়ে প্রতিনিধিত্বকারী ৩৯০ টিরও বেশি এন্ট্রি পেয়েছে। উৎসবে বরাবরের মতো অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচির্ত্যকে একীভূত করে, চূড়ান্ত ১০টি মনোনয়নের মধ্যে রয়েছে অসমীয়া, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, হিন্দুস্তানি, মালায়ালম, মারাঠির মতো ভাষায় নাটক।

অগ্নিসুতা দ্রৌপদী, তুষারপাত, ভূতঙ্গল, এই গানটি জানেন? , গগন দামামা বাজ্যো, ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘনঘন্টা, গোপাল উরে অ্যান্ড কোম্পানি, হায়াবদনা, রঘুনাথ এবং সিয়াচেন হল মেটা ২০২৪-এর জন্য মনোনীত সেরা ১০টি নাটক।

মেটা ২০২৪ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, জয় শাহ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, হেড কালচারাল আউটরিচ, মাহিন্দ্রা এবং মাহিন্দ্রা লিমিটেড. বলেছেন, "এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে মেটা, আমাদের প্রথম সাংস্কৃতিক আউটরিচ উদ্যোগ, শীঘ্রই এর ১৯তম সংস্করণ হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল থিয়েটারের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার এবং পুরস্কৃত করার জন্য একটি জাতীয় স্তরের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং আমরা গর্বিত এবং সেইসাথে কৃতজ্ঞ যে ভারতের প্রতিটি কোণ থেকে থিয়েটার সম্প্রদায়ের লোকেরা এই উৎসবে অত্যন্ত উতসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। আমরা এই বছরও ১০টি সেরা নাটক উপস্থাপন করার এবং সারাদেশে থিয়েটার উদযাপন করার অপেক্ষায় আছি"।

সঞ্জয় রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টিমওয়ার্ক আর্টস, বলেন, "আমরা যখন মেটা ফেস্টিভ্যালের বহু প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক ১৯ তম সংস্করণের আয়োজন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন আমরা ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ট্যাপেস্ট্রি প্রতিনিধিত্বকারী অসামান্য প্রযোজনার মনোনয়ন ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। হচ্ছে. আমাদের চমৎকার নির্বাচক কমিটির কঠোর পরিশ্রমের কারণে এই নাটকগুলো নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। এই কাজ টিমওয়ার্ক আর্টস এবং মাহিন্দ্রা গ্রুপের পারফরমিং আর্ট বৈচির্ত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপনের প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারলাইন করে, শৈল্পিক অভিব্যক্তির একটি ফর্ম হিসেবে থিয়েটারের গুরুত্ব কে পুনরায় নিশ্চিত করে। "মেটা ২০২৪ ইংরেজি, মারাঠি, মালয়ালম, অসমীয়া, বাংলা, হিন্দি এবং হিন্দুস্তানি সহ ভাষাগুলি কভার করে ১০টি নাটকের একটি বৈচির্ত্যময় পরিসর প্রদর্শন করবে"।

নির্বাচন কমিটি, মেটা সচিবালয়ের সাথে, প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেওয়া ৩৯৫টি নাটক দেখেছে।এই বছর, পণ্ডিত নির্বাচন কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং নাট্য সমালোচক এবং সাংস্কৃতিক সাংবাদিক অজিত রায় অন্তর্ভুক্ত; সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা, পরিচালক, চিত্রনাট্য এবং চিত্রনাট্যকার অমিতাভ শ্রীবাস্তব; প্রখ্যাত ভারতীয় টিভি, থিয়েটার এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী দীপিকা আমিন; বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নাট্য সমালোচক সরস্বতী নাগরাজন; ছিলেন বিশিষ্ট টিভি ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী স্বরূপা ঘোষ।

ভারতীয় থিয়েটার ইন্ডাস্ট্রির প্রতিভা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে দীপিকা আমিন বলেন, "এ বছর নাটকের নির্বাচন দেখতে পাওয়া সত্যিই আনন্দের, যা তরুণ প্রজন্মের অসাধারণ শক্তি, উদ্দীপনা এবং উতসর্গ কে প্রতিফলিত করে। একটি পরিমিত বাজেট এবং ন্যূনতম সম্পদের মতো সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, তারা তাদের কোরিওগ্রাফি এবং আকর্ষক গল্প বলার মাধ্যমে জাদু তৈরি করতে সত্যিই সফল হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ উপাদান থেকে অসাধারণ কিছু তৈরি করার ক্ষমতা থিয়েটারের সারাংশের একটি জীবন্ত উদাহরণ।"

শীর্ষস্থানীয় প্রযোজনা বাছাইয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে স্বরূপা ঘোষ বলেন, "এটা সত্যিই অসাধারণ থিয়েটার প্রযোজনা তৈরি করার জন্য অক্লান্ত ও নীরবে কাজ করে এমন ব্যক্তিদের নিবেদন দেখা সত্যিই অসাধারণ। নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসাবে, জমা দেওয়ার বিশাল পুল থেকে শীর্ষ ১০টি উপস্থাপনা বেছে নেওয়া উভয় চ্যালেঞ্জিং এবং পুরস্কৃত। প্রক্রিয়াটি সহজাতভাবে প্রতিযোগিতামূলক, তবুও এই কঠোরতায় মেটাকে আলাদা করে, এটিকে অন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে অনন্য এবং আলাদা করে তোলে।

মেটা সম্পর্কে তার মতামত শেয়ার করে, সরস্বতী নাগরাজন বলেন, "দুই দশক আগে মেটা এখন যে ব্যাপক প্ল্যাটফর্ম অফার করে তা একটি দূরের স্বপ্ন ছিল। একটি নেতৃস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম হিসাবে মেটার উত্থান সত্যিই একটি আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে, যা দর্শকদের ভারতীয় নাট্য উৎকর্ষের একটি অতুলনীয় প্রদর্শন প্রদান করে। এই প্ল্যাটফর্মটি থিয়েটার পেশাদারদের সমর্থনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে, যা তাদের সৃজনশীল কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। উপরন্তু, মেটা উদীয়মান থিয়েটার পরিচালকদের জন্য অমূল্য সুযোগ তৈরি করেছে, তাদের শিল্পের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জনে সহায়তা করেছে"।

এই বছরের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিষয়ে তার মতামত শেয়ার করে, অমিতাভ শ্রীবাস্তব বলেন, "ভারত একটি প্রাণবন্ত থিয়েটার ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে গর্ব করে, যেখানে মিউজিক্যাল ড্রামা, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ এবং সামাজিক নাটক সহ বিভিন্ন ধারা রয়েছে। আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আমরা সারা দেশে পরিবেশিত বিভিন্ন নাট্য শৈলী সমৃদ্ধ ট্যাপেস্ট্রি প্রশংসা করতে এসেছি। "এই বছর, আমাদের ফোকাস ভারতের নাট্য প্রতিভার গভীরতা ও প্রশস্ততা প্রদর্শনের জন্য, জেনার বা ভাষা নির্বিশেষে, অগণিত প্রযোজনার সেরা গুলি তৈরি করার দিকে"।

প্ল্যাটফর্ম এবং উতসবের প্রশংসা করে, অজিত রাই বলেন, "মেটা অ্যাওয়ার্ডস এবং উৎসবটি আইকনিক মহা কুম্ভের সমানে ভারতীয়

এরপর ৩ পাতায়

তেলঙ্গানার আদিলাবাদে

৫৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ০৪ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তেলঙ্গানার আদিলাবাদে ৫৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিদ্যুৎ, রেল ও সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র তেলঙ্গনারই নয়, সারা দেশের বিকাশের ধারাকে জোরদার করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং তেলঙ্গানা রাজ্যের ১০ বছর পূর্তির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার রাজ্যগুলিকে সবরকম সহায়তা করতে প্রস্তুত। আজ চালু হওয়া এনটিপিসি-র ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় ইউনিটটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেলঙ্গানাকে আরও সক্ষম করে তুলবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আম্বারি আদিলাবাদ পিম্পালখুটি রেল লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণ এবং ঐ অঞ্চলে ২টি বড় মহাসড়ক প্রকল্পের শিলান্যাসের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। রাজ্যগুলির বিকাশের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের যে মন্ত্র তাঁর সরকার অনুসরণ করে, সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় অর্থনীতির উচ্চ বিকাশ হার এখন আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। গত ত্রৈমাসিকে এদেশের বিকাশ হার দাঁড়িয়েছে ৮.৪ শতাংশে, যা বড় দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ভারত খুব শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী। তেলঙ্গানার মতো বহু অঞ্চল আগে অবহেলিত ছিল বলে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ। তবে, বিগত ১০ বছরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এই সময়ে রাজ্যগুলির উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বেশি হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতির ফলে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে এসেছেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী পাঁচ বছরে এই বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। আজ যে প্রকল্পগুলির সূচনা হয়, তার মধ্যে এনটিপিসি প্ল্যান্টে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৮৫ শতাংশ পাবে তেলেঙ্গানা। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী ঝাড়খন্ডের চাতরায় ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন উত্তর করনপুরা সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন। এটিই দেশের প্রথম সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। অন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যে পরিমাণ জল লাগে তার এক-তৃতীয়াংশেই এর কাজ চলবে। উত্তর প্রদেশের সিংগ্রোউলি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও আজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি, রাজস্থানের জয়সলমীরে জলবিদ্যুৎ নিগমের একটি প্রকল্পেরও তিনি সূচনা করেন। উত্তর প্রদেশে ৩টি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও আজ উদ্বোধন করেন শ্রী মোদী। এছাড়াও, বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের আজ সূচনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলঙ্গানার রাজ্যপাল ডঃ তামিলিসাই সুন্দররাজন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রেবন্ত রেড্ডি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি প্রমুখ।

১-ম পাতার পর

লালুর মন্তব্যকে নিশানা বিজেপি নেতৃত্বের, মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী

আনেন। বিহারের মাটিতে গিয়ে লালুকে খোঁচা দিতে গিয়ে মোদীর প্রধান অস্ত্রই ছিল 'পরিবারতন্ত্র'। সেই প্রসঙ্গ টেনে রবিবার পটনায় বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র এক জনসভায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু বলেন, "মোদী বার বার দাবি করেন বিরোধীরা পরিবারের জন্য লড়ছেন। আমি বলতে চাই আপনার (নরেন্দ্র মোদী) তো পরিবারই নেই।" লালুর সেই মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে পদ্মশিবিরে। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, ''মোদীকে আক্রমণ করতে গিয়ে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছেন লালু।"মোদীর পরিবার নেই', লালুর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। সোমবার সকাল থেকেই বিজেপির একাধিক ছোট-বড় নেতারা তাঁদের এক্স হ্যান্ডলে (পূর্বতন টুইটার) নিজের নাম পরিবর্তন করতে শুরু করেন। নিজেদের নামের পাশে 'মোদী কা পরিবার' লেখেন। অর্থাত সকলেই বোঝাতে চান, মোদী পরিবারহীন নন। তাঁরাই মোদীর পরিবার।

১-ম পাতার পর

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজের অবস্থা স্থিতিশীল

নরেন্দ্রপুরে নিয়ে যাওয়া হয় স্বামী স্মরণানন্দজিকে। তারপর থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি জানান, কিছুদিন পর ফের তিনি অসুস্থ হলে পুনরায় পিয়ারলেস হসপিটালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। তারপর সেখান থেকে তাঁকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। রবিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। তার চিকিতসার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ডও গঠন করা হয়।

১-ম পাতার পর

কাজ করবেন ৫০ দিন, টাকা মিলবে ১০০ দিনের! ঘোষণা মমতার

ওই প্রকল্পের জন্য ৫০ দিনের জন্য কাজ করতে হবে। যাঁরা জবকার্ড হোল্ডার, তাঁরাই কাজটা পাবেন। এই কাজটা আমরাই আপনাদের করে দেব। এপ্রিল-মে থেকে এই কাজটা শুরু হবে। ইতিমধ্যে আমরা সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'তবে নতুন করে কোনও প্রকল্পের ঘোষণা করেননি মমতা। এবারের বাজেটেই সেই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। সেইসময় অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু টাকা দিচ্ছে না, তাই ১০০ দিনের ধাঁচে নিজস্ব প্রকল্প চালু করছে রাজ্য সরকার। সেই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'কর্মশ্রী'। মজুরির বিষয়ে তখন খোলসা করে কিছু জানাননি অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী। আজ সেটা ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে খবর, ২০২৪-২৪ অর্থবর্ষে ৭৫ লাখ জবহোল্ডারকে সেই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১-ম পাতার পর

পদ্মের পথে দুই মূর্তি, টিকিট অনিশ্চিত অপর দুইয়ের

এখন সেই ছবিটাই ঘুরে গিয়েছে। দিব্যেন্দুর আর না তৃণমূলে ফেরার মুখ আছে, না তৃণমূলে ফেরার তাঁর রাস্তা আছে। তৃণমূলও তাঁকে আর ফেরাতে আগ্রহী নয়। সেখানে তাঁকে আবারও টিকিট দেওয়ার প্রশ্ন কার্যত অবান্তর। তাহলে দিব্যেন্দু এতদিন বিজেপি পিঠ চাপড়ে আর তৃণমূলকে পিছন থেকে ছুরি মেরে পেলেনটা কী? বিজেপি তাঁকে অবশ্যই অন্য কোথাও থেকে টিকিট দিতেই পারে। কিন্তু জিতবেন কী!যদিও এতদিন জল্পনা ছিল এই আসনে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন কলকাতা পুরনিগমের বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ । এখন তাপসের জন্য সেই সম্ভবনা ঘিরে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আবার এটাও ঘটনা আগামিকাল অর্থাত মঙ্গলবার ইস্তফা দিতে চলেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় । তিনিও নাকি যোগ দিতে পারেন বিজেপিতে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক লোকসভা আসন থেকে পদ্মপ্রার্থী হচ্ছেন। আর এই জল্পনা যদি সত্যি হয় তাহলে ধাক্কা খেতে চলেছেন শিশির পুত্র তথা শুভেন্দু অনুজ দিব্যেন্দু অধিকারী । কেনন তিনি এখনও সেখানকার সাংসদ। খাতায়কলমে তৃণমূলের হলেও দিন দুই আগেই তিনি নিজে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলেই তিনি সেই দলে যোগ দেবেন। যোগ দেওয়া তো সোজা, কিন্তু ভোটে লড়াই করার টিকিট পাওয়া!তাপস এদিন অর্থাত সোমবারই তৃণমূলের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। সেই ইস্তফার জন্য তিনি মূলত কাঠগড়ায় তুলেছেন উত্তর কলকাতার দীর্ঘদিনের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একই সঙ্গে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে তাপসের দলত্যাগ তৃণমূলের অন্দরে বাহিরে কোনও প্রভাবই ফেলবে না। তা তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন বা দিলেন না, কংগ্রেসে যোগ দিলেন বা দিলেন না, ভোটে প্রার্থী হলেন বা হলেন না। কেননা বাংলা মমতাময়। সেই ছবি বদলে দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাপসের নেই। তাই ভোটের ফলাফলেও সেভাবে ছাপ পড়বে না। বরঞ্চ তাঁর নিজের রাজনীতির কেরিয়ার কার্যত শেষ হয়ে যেতে বসেছে। নিজের পায়ে তিনি নিজেই কুড়ল মারছেন। কিন্তু তিনি যদি সত্যি উত্তর কলকাতা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী হন তাহলে সজলের টিকিট পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। যদিও পদ্ম নেতৃত্ব তাঁকে অন্য কোথাও থেকেও টিকিট দিতে পারে। তারপর হেরে গেলেও সজলের হাতে কাউন্সিলর পদটা থেকে যাবে। তাপসের হাতে কিন্তু কিছুই থাকবে না।

২ পাতার পর

মাহিন্দ্রা এক্সিলেন্স ইন থিয়েটার অ্যাওয়ার্ডস (মেটা) ১৯তম সংস্করণের জন্য শীর্ষ ১০টি মনোনয়ন ঘোষণা করলো

থিয়েটার শিল্পের শীর্ষ স্থান হিসেবে দাঁড়িয়েছে । এই বছর, আমাদের প্রচেষ্টা ছিল শ্রেষ্ঠত্বের সারমর্ম তুলে ধরা, আমাদের প্রাপ্ত সমস্ত জমা থেকে সেরা ১০টি উপস্থাপনা নির্বাচন করা একটি বিশাল কাজ ছিল।

মনোনয়নের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন www.metawards.com শীঘ্রই উৎসবের জন্য সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম এবং জুরি ঘোষণা করা হবে।

মনোনীত উপস্থাপনা:

- অগ্নি সুতা দ্রৌপদী, জয় মেইতেই পরিচালিত মাইসা নাম এবং টাম মণিপুর দ্বারা প্রযোজিত [ইম্ফল (মণিপুর), ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, হিন্দি]
- অভ্যালেঞ্চে, গন্ধর্ব দেওয়ান দ্বারা পরিচালিত এবং দ্য গ্যাদারড দ্বারা প্রযোজিত [মুম্বাই (মহারাষ্ট্র), ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট, হিন্দুস্তানি]
- ভুথাঙ্গল পরিচালিত ও.টি. শাজাহান এবং অ্যাথলেট কায়িকা নাদাকাবেধি দ্বারা প্রযোজনা [পাল্লাকদ (কেরল), ১ ঘন্টা ২০ মিনিট, মালায়ালাম]
- আপনি এই গান জানেন? মল্লিকা তানেজা দ্বারা পরিচালিত মল্লিকা তানেজা প্রযোজিত [নয়া দিল্লি, ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট, হিন্দি / ইংরেজি]
- পীযূষ মিশ্র এবং হেমন্ত পান্ডে পরিচালিত গগন দামামা বাজিও; তাম্মু থিয়েটার কোম্পানি দ্বারা প্রযোজনা [মুম্বাই (মহারাষ্ট্র), ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট, হিন্দি]
- ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা ঘন্টা মোহিত টাকালকার পরিচালিত এবং আসক্ত কালামঞ্চ দ্বারা প্রযোজিত [পুনে (মহারাষ্ট্র), ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট, মারাঠি]
- সুজন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এবং চেতনা প্রযোজিত গোপাল উরে অ্যান্ড কোং [কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ), ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট, বাংলা]
- ভূমিজা দ্বারা প্রযোজিত নীলম মানসিংহ চৌধুরী পরিচালিত হায়াবদনা [বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক), ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট, হিন্দি]
- রঘুনাথ বিদ্যুৎ কে. নাথ এবং প্রযোজিত রঙ্গমঞ্চ [নগাঁও (আসাম), ১ ঘন্টা ১০ মিনিট, অসমীয়া]
- ৭২° ইস্ট প্রোডাকশন দ্বারা প্রযোজিত মকরন্দ দেশপান্ডে পরিচালিত সিয়াচেন [মুম্বাই (মহারাষ্ট্র), ১ ঘন্টা ২০ মিনিট, হিন্দি]

২ পাতার পর

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বুথ প্রমুখের শক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ড. অনির্বাণ

নিরাপত্তার দাবি জানায়। সিপিএম আর্জি জানিয়েছে, রাজ্যের অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের যেন ভোটের কাজে নিযুক্ত না করা হয়। শুভেন্দুর অঙ্গুলিহেলনে কেন্দ্রীয় বাহিনী কাজ না করে দেখতে বলা হয়েছে। বিজেপির প্রতিটা প্রার্থী বুঝে গেছে বুক স্তরে যদি শক্তিশালী না থাকে, তাহলে বাংলায় যত বিজেপির হওয়া থাকুক না কেন মানুষ কিন্তু সাহস করে এগোবে না। বুদ্ধির একটি শক্তি যদি না থাকে, বিজেপির আসন সংখ্যা নিয়ে কমতেও পারে। তাই প্রার্থীরা আজ থেকে শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ভুমিপুত্র অর্থাৎ টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ৯৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দ্রা, ভাষাবিদ,বিজেপির জাতীয় কমিটির সদস্য ড. অনির্বাণ গাঙুলী কে আজ বারুইপুর জেলা কার্যালয়ে বিজেপি কায্যকতাদের সাথে পরিচয় পর্বের কায্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শংকর সিকদার, প্রদীপ্ত অর্জ্জুন, শ্রীমতী সোমাশ্রী রায়,অশোক রায়,শ্রীমতী সোমা ঘোষ এবং শ্যামল বণিক ও সৈকত বকসী প্রমুখ।

তাপস দা-কে দিয়ে শুরু.',

জল্পনা আরও উস্কে দিলেন দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট এগিয়ে আসতেই বঙ্গ রাজনীতিতে বদলাচ্ছে একাধিক সমীকরণ। কোন দলে যাচ্ছেন, তা স্পষ্ট না হলেও তাপস রায় যে তৃণমূল ছাড়ছেন, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিধায়ক পদেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। এরই মধ্যে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ দাবি করলেন, এমন দৃশ্য অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক দেখা যাবে।তবে বিজেপিতে কি যাচ্ছে তাপস? দিলীপ বলেন, "অনেকেই আসছেন। আসবেন কি না, সেটা ওঁর সিদ্ধান্ত। তবে সম্মানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন, এটুকু বলতে পারি।" গত ১২ জানুয়ারি তাপস রায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারপর থেকে ৫২ দিন কেটে গেলেও দলের তরফে কেউ যোগাযোগ করেনি বলে দাবি করেছেন তাপস রায়। সে কারণেই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত বলেও জানিয়েছেন তাপস রায়। তবে দিলীপ ঘোষের দাবি, তৃণমূলে মূল্যবোধ শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেই টিকে থাকতে পারলেন না তাপস রায়।

তাপস রায়ের দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "তাপস দার মতো ওই জেনারেশনের রাজনীতিকরা দলে থাকতে পারছেন না। তৃণমূলে মূল্যবোধ শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই তাঁদের পক্ষে দলে টিকে থাকা কষ্টের। উনি অনেক চেষ্টা করেছেন পারেননি।" দিলীপের আরও দাবি, যাদের হাতে দল গিয়েছে, তারা মূল্যবোধ শেষ করে দিয়েছে। দিলীপ বলেন, "তাপস দা-কে দিয়ে শুরু হল, আগামীতে আরও অনেক এরকম দৃশ্য দেখা যাবে।"তাঁর সঙ্গে তাপস রায়ের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "অনেকবারই তাপস দা এরকম কথা বলেছেন। দলের অবস্থানের বাইরে গিয়ে মনের কথা বলেছেন। আজও তাই করেছেন। ওঁর মতো রাজনীতিক নিশ্চয় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন। মাথা উঁচু করে কাজ করবেন ভবিষ্যতে।"

দিল্লির 'আপ' সদর দপ্তর খালি করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা খেল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। দিল্লির রাউস এভিনিউতে আম আদমি পার্টির সদর দপ্তর খালি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ১৫ জুনের মধ্যে খালি করতে ওই পার্টি অফিস।তবে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ০৫ মার্চ, ২০২৪ মঙ্গলবার ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০

৩ পাতার পর

দিল্লির 'আপ' সদর দপ্তর খালি করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথার রেখে শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়, 'সামনেই যেহেতু লোকসভা নির্বাচন, সেকথা মাথায় রেখে আগামী ১৫ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময় দেওয়া হল আম আদমি পার্টিকে। এই সময়ের মধ্যে যেন হাইকোর্টের জমি খালি করে দেওয়া হয়, যাতে ওই জায়গায় কোর্টের ভবন তৈরি করা যায়। দলীয় দপ্তরের জন্য বিকল্প জমি পেতে কেজরিওয়ালের দলকে দিল্লির 'জমি ও উন্নয়ন দপ্তরের'র দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে রাউস এভিনিউয়ের ওই সরকারি বাংলো দখল করে আম আদমি পার্টির দপ্তর বানানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে অফিস বদলের জন্য ৩ মাসের সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছে আদালত।

দিল্লি হাইকোর্টের জমি দখল করে আম আদমি পার্টি তাদের দলীয় অফিস তৈরি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই মামলায় বিতর্কিত ওই জমি খালি না করায় এর আগেও সুপ্রিম ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিল আপ। সোমবার শীর্ষ আদালতে এই মামলায় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয় আপকে খালি করতে হবে এই জমি। এপ্রসঙ্গে আপের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, দেশের ৬ রাষ্ট্রীয় দলের একটি হওয়ার সুবাদে দলীয় দপ্তরের জন্য জমি পাওয়ার অধিকার রয়েছে আপের। এভাবে নির্বাচনের আগে কোনও রাজনৈতিক দলকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান খোঁজা যেতে পারে। এমনকি বিকল্প জমির আবেদন জানানো হয় দলের তরফে।

সম্পাদকীয়

সন্দেশখালি ছাড়াও একাধিক জেলা পুলিশকে সতর্ক করে দিল কমিশন

লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বাংলায় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের ডাকা বৈঠকেও উঠে এল সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। বস্তুত, সন্দেশখালিতে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে তুলোধনা করল তারা। পাশাপাশি ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ নিয়েও জেলাশাসকদের 'সাবধান' করা হল।ভুয়ো ভোটারদের অভিযোগ প্রসঙ্গে হাওড়া জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের কড়া বার্তা দিয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কমিশনের এক কর্তা বলেন, "আমাদের কাছে ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত নানা অভিযোগ আসছে। কেন এই সব অভিযোগ উঠে আসছে? প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুন।" এর পর হাওড়ার পুলিশ সুপারের কাছে সমস্যার কথাও জানতে চাওয়া হয়। ফুল বেঞ্চের মন্তব্য, "কী সমস্যা আছে এখনই বলুন? আমরা কিন্তু এর পরে আর সময় দেব না।"

কমিশন জানিয়েছে, গত নির্বাচনে যে সব জায়গায় অশান্তি হয়েছে, এ বারের ভোটে ওই জায়গাগুলিতে যাতে আর তার পুনরাবৃত্তি না-হয় সেটা খেয়াল রাখা হচ্ছে। অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের লক্ষ্যে নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই আগাম কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট করানোর লক্ষ্যেই ওই পদক্ষেপ। আগামী ৭ মার্চ আরও ৫০ কোম্পানি বাহিনী আসবে রাজ্যে। বাহিনীকে পর্যায়ক্রমে বুথে বুথে টহল দিতে বলা হয়েছে। অতিস্পর্শকাতর এলাকায় একাধিক বার রুট মার্চ করবে বাহিনী।শহরে রয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সোমবার দুপুরে কমিশনের ফুল বেঞ্চের বৈঠকে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে গত কয়েক দিন ধরে যে ঘটনা ঘটেছে, যে সমস্ত অভিযোগ উঠে এসেছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, সেখানে বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। জানানো হয়েছে, সন্দেশখালিতে বোমাবাজি, ভয় দেখানো, মহিলা নির্যাতন এবং অন্যান্য যে অশান্তির অভিযোগ সামনে এসেছে, তা যদি ভোটের প্রাক্কালে আসে, তখন কমিশন সেটা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না। প্রয়োজনে সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকদের সরানোর আগে দু'বার ভাববে না তারা। উল্লেখ্য, রবিবার রাতেই সন্দেশখালিতে পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার বেড়মজুর থেকে জেলিয়াখানি-বিস্তীর্ণ এলাকায় রুট মার্চ করেছেন জওয়ানেরা।কলকাতার একটি হোটেলে দুপুরের ওই বৈঠকে কমিশনের ফুল বেঞ্চ পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে। বিশেষত, যে জায়গাগুলি স্পর্শকাতর সেগুলিতে যেন বিশেষ নজর দেওয়া হয়। কমিশনের একটি সূত্রে খবর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর দিনাজপুর থেকে বেশ কয়েকটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফুল বেঞ্চ অসন্তুষ্ট। পুলিশ যেন কার্যকরী পদক্ষেপ করে, এই মর্মে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।জামিন অযোগ্য ধারায় যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তাঁদের যাতে প্রথম দফা ভোটের আগেই ধরা হয়, তা নিয়ে পুলিশকে আলাদা করে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এ-ও জানা গিয়েছে, জেলাশাসকদেরও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে কমিশন জানতে চায়, কেন এই রকমের ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না? হিংসা বন্ধে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করছে, তা কমিশনকে জানানোর কথা বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, কমিশনের ফুল বেঞ্চ জেলাশাসকদের উদ্দেশে বলেছেন, "সব নজর রাখা হচ্ছে। আমরা চুপ করে বসে থাকব না।" পাশাপাশি লোকসভা ভোটের সময় যাতে কোনও ভাবেই গ্রিন পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের কোনও দায়িত্ব দেওয়া না হয়, সে ব্যাপারটিও সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁর এক হাতে বীণা (এ কারণেই তিনি বীণাপাণি), অন্য হাতে জ্ঞানের আধার গ্রন্থ; সংস্কৃতি আর শিক্ষা কীভাবেই-না একীভূত হয়েছে! তবেই বর্তমানের যে কোনো ধর্মের ছাত্রছাত্রীর প্রতিবেশীর ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-জিজ্ঞাসা করলেই প্রভেদটি স্পষ্ট হবে। বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বহুধর্ম ও বহুমতের সমন্বয়ে। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়া যতই প্রচার করুক না কেন, ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার হয়রান ও হেনস্থা শিকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই

যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচচতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ধূমপান ছাড়ার কারণ জানালেন শহিদ কাপুর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা শহিদ কাপুর এক সময় 'চকোলেট হিরো'নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু 'কবীর সিংহ'সিনেমার পর সেই ভাবমূর্তি পাল্টেছে শহিদ কাপুরের। এ সিনেমার মাধ্যমে তার ক্যারিয়ারে প্রথম এত বড় সাফল্য আসে।

বলিউডের কিছু সমালোচক যদিও একে 'পুরুষতান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ', 'নারীবিদ্বেষী সিনেমা' বলে চিহ্নিত করেছে। বিতর্ক হলেও তা সিনেমার ব্যবসায় প্রভাব ফেলেনি। বরং এর বিপরীত হয়েছিল। ৩৮০ কোটির ব্যবসা করে বক্স অফিসে রেকর্ড গড়েছিল এ সিনেমা।

কিন্তু এ সিনেমায় কাজের সময় তখন প্রচুর ধূমপান করতে হত শহিদকে। এ ছাড়াও নিজেও এ নেশায় আসক্ত ছিলেন তিনি। যে সময় 'কবীর সিংহ' সিনেমার শুটিং করছিলেন শহিদ, সেই সময় তার প্রথম সন্তান মিশা কাপুরের জন্ম হয়। মেয়ের কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত এ নেশা ছাড়তে বাধ্য হন শহিদ।

শহিদ কাপুর অভিনীত 'কবীর সিংহ' চরিত্রটি এমনই, যে তাকে ঘন ঘন ধূমপান করতে হয়। চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে দিনে প্রায় দুই প্যাকেট সিগারেট পান করতেন শহিদ। এদিকে বাড়িতে ছোট্ট মিশা। নিজেরও দুর্বলতা ছিল ছোট্ট মেয়েকে লুকিয়ে লুকিয়ে ধূমপান করতেন অভিনেতা।

তাতেই অপরাধবোধে ভুগতেন শহিদ। সম্প্রতি নেহার ধূপিয়ার শোয়ে এসে শহিদ বলেন, 'যখন আমি ধূমপান করতাম, মেয়ের থেকে লুকিয়ে করতে হত। তাই একদিন ভাবলাম, না, এভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না। তাই ছেড়ে দিলাম।'

শহিদ আরও বলেন, '২০১৯ সালে তখন সদ্য বাবা হয়েছি। আমি চাইনি, আমার মেয়ে নিকোটিনের কড়া গন্ধ পাক আমার শরীর থেকে। এদিকে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার কথা জানতে পেরে শহিদকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা।

'ডন-৩' সিনেমা নির্মাণে কত টাকা খরচ হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'ডন' সিনেমার সিকুয়াল প্রায় দুই দশক পর রুপালি পর্দায় আসতে যাচ্ছে। ফারহান আখতারের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে 'ডন-৩'। বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হচ্ছে 'ডন'। ১৯৮৭ সালে প্রথম মুক্তি পায় বলিউড শাহেন শাহ অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'ডন'।

এরপর ২০০৬ সালে পরিচালক ফারহান শাহরুখ খানকে নিয়ে 'ডন-২' সিনেমা নির্মাণ করেন। দুটি সিনেমাই বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করেছে। 'ডন'র তৃতীয় পর্বটিও ফারহান বলিউড বাদশা শাহরুখ খানকে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাহরুখ রাজি হননি।

শাহরুখ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় 'ডন-৩' সিনেমার জন্য রণবীরকে নির্বাচিত করেন ফারহান। অমিতাভ, শাহরুখের ধারাবাহিকতায় রণবীরের যাত্রার খবরে অনেকেই খুশি হতে পারেননি। এ নিযে রণবীরকে কটাক্ষও শুনতে হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু থেমে থাকেনি। পুরোদমে সিনেমার শুটিংয়ের প্রস্তুতি চলছে। কোমর বেঁধে মাঠে নামছে পুরো টিম। সিনেমার বাজেটও নাকি আকাশছোঁয়া। এর আগেও বলিউডে বেশি বাজেটের সিনেমা তৈরি হয়েছে। কিন্তু পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় পর্বের জন্য যে বাজেট ধরা হয়েছে, তা নাকি সত্যিই অনেকটাই বেশি। সাধারণত শুটিং শুরুর আগে গোটা সিনেমা তৈরি করতে ঠিক কত টাকা খরচ হবে তা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যায় না।

তবে শোনা যাচ্ছে, 'ডন-৩' তৈরি করতে প্রায় ২৭৫ কোটি টাকার একটা বাজেট তৈরি করা হয়েছে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৬৪ কোটি টাকারও বেশি। 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজির আগের দুটি সিনেমায় এত বেশি বাজেট ছিল না। ফারহান 'ডন-৩' মনের মতো করে বড় পরিসরে বানাতে চান। আর সেই কারণে বাজেট নিয়ে কোনো কার্পণ্য করা হচ্ছে না। শুধু দেশে নয়, 'ডন-৩' গোটা বিশ্বব্যাপী সফল হোক।

সেই উদ্দেশ্যেই এ সিনেমা তৈরি নিয়ে জান লড়িয়ে দিয়েছেন নির্মাতারা। আগামী মাসে 'ডন-৩'র পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শুরু হবে। জানা গেছে, চলতি বছর অগস্ট মাস নাগাদ শুটিং শুরু হবে 'ডন-৩' সিনেমার।

বলিউডের অনেক তারকা অবৈধ কাজ করেন: কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কঙ্গনা রানাউত চলচ্চিত্রের পর্দার চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি উপস্থিত থাকেন- এমনটাই বলেন তার সমালোচকরা। বিভিন্ন ইস্যুতে সবর থাকেন এ নায়িকা। কোনো কোনো ঘটনায় কাউকে কাউকে তিনি সরাসরি আক্রমণাত্মক কথাও লেখেন।

বলিউডের কে কোথায় কী করেছেন, কী বলছেন প্রায় সবকিছুই তার নখদর্পণে থাকে। কোনো ঘটনা জানার পর চুপ থাকে কঙ্গনা মোটেও এমনটি নন। বরং সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে সরব থাকেন।

এবার সম্প্রতি বলিউডের একাংশের বিরুদ্ধে এক বড় অভিযোগ আনলেন কঙ্গনা। তার জোরালো দাবি, বলিপাড়ার অনেকেরই নাকি 'ডার্ক ওয়েব' (অবৈধ ইন্টারনেট)-এ আনাগোনা আছে। সেখানে নাকি অনেক চেনামুখ দিনের পর দিন নানান বেআইনি ও অবৈধ কাজ করছেন।

বিভিন্ন সময়ে বলিউডকে তুলোধুনো করে ছাড়েন কঙ্গনা। বলিউডে তিনি এমনিতেই স্পষ্টবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এর জন্য কঙ্গনাকে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু তিনি তো পিছু হটার পাত্রী নন।

এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। "টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' সম্প্রতি একটি নতুন নিয়ম চালু করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এবার থেকে যিনি ফোন করছেন তার নাম, পরিচয় ফুটে উঠবে মোবাইলে। তার পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে কঙ্গনা বলেন, 'ভালো উদ্যোগ। এবার কেন্দ্রের উচিত 'ডার্ক ওয়েব'-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।"

বলিউডকে উদ্দেশ্য করে কঙ্গনা আরও বলেন, "বলিপাড়ার অনেক জনপ্রিয় তারকা এই 'ডার্ক ওয়েব'-এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। এর মাধ্যমে নানা অবৈধ কাজকর্ম চলছে। 'ডার্ক ওয়েব'র এর মাধ্যমে মেইল, হোয়াটসঅ্যাপও হ্যাক করে নিচ্ছেন অনেকে। সবার আগে এই 'ডার্ক ওয়েব'র রহস্যের কিনারা করা জরুরি। তা হলে অনেকে বড় নাম প্রকাশ্যে আসবে।'

চলে গেলেন হলিউড অভিনেতা কেনেথ মিচেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলে গেলেন হলিউডের স্টার ট্রেক মার্ভেল খ্যাত অভিনেতা কেনেথ মিচেল। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। জানা গেছে, তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি মারা গেছেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বিবৃতিতে অভিনেতার মৃত্যুর সংবাদটি প্রকাশ করা হয়। অভিনেতা কেনেথ মিচেলের মৃত্যুতে বিশ্ব চলচ্চিত্র অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অভিনেতা কেনেথ মিচেল সিনেমায় হলিউডের 'স্টার ট্রেক: ডিসকভারি' এবং মার্ভেলের 'ক্যাপ্টেন মার্ভেল' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অভিনয়ের জন্য সুপরিচিত ছিলেন কেনেথ মিশেল। সিএনএন নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৮ সালে এএলএস ধরা পড়ে মিচেলের।

এটি একটি বিরল ও দুরারোগ্য মারণ ব্যাধি। বিগত বছরগুলোতে তিনি এবং তার পরিবার তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক আপডেট শেয়ার করেছেন। আগস্টে মিচেল ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে তার রোগ নির্ণয়ের পঞ্চম বার্ষিকী সম্পর্কে ভক্তদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর কয়েকমাসের মধ্যেই তার চিরবিদায়ের খবর শোনা গেছে।

কানাডায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা মিচেল তার অভিনয়ের ক্যারিয়ারে ৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। ২০০৪ সালের হকি ফিল্ম 'মিরাকল'-এ একজন অলিম্পিয়ানের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের বাহবা পান মিচেল।

২০১৯ সালে তিনি মার্ভেল ফ্র্যাঞ্চাইজির 'ক্যাপ্টেন মার্ভেল''-এ ক্যারল ড্যানভার্সের বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও বহু টিভি সিরিজে অভিনয় করেছেন মিচেল, যার মধ্যে রয়েছে 'জেরিকো', 'দ্য অ্যাস্ট্রোনট ওয়াইভস ক্লাব' এবং 'জন্মের সময় সুইচড'র মতো জনপ্রিয় সিরিজ।

২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মিচেল 'স্টার ট্রেক: ডিসকভারি'তে ক্লিঙ্গন কোল, কোল-শা এবং তেনাভিকের পাশাপাশি অরেলিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মৃত্যুকালে মিচেল তার স্ত্রী সুসান এবং তাদের দুই ছোট সন্তানকে রেখে গেছেন।

এক যুগ পর রুনা লায়লা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : উপমহাদেশের জীবন্ত কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। তিনি তার কণ্ঠের মায়াময় জাদুতে মোহিত করে রাখছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম গান পিপাসুদের। তিনি বাংলাদেশের সংগীত ভুবনের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের একজন বলে বিবেচিত।

রুনা লায়লা সিনেমা ও অ্যালবামের পাশাপাশি বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে বেতারে সংগীত পরিবেশন কমিয়ে দেন তিনি।

এবার রুনা লায়লা দীর্ঘ এক যুগ পর আবারও বাংলাদেশ বেতারে সংগীত পরিবেশন করেছেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি তার গাওয়া এ গানটি রেকর্ডিং করা হয়। এর আগে সব শেষ ২০১১ সালের দিকে বাংলাদেশ বেতারে একটি গান গেয়েছিলেন এ শিল্পী।

রুনা লায়লার কণ্ঠের এ গানটিতে সুর করেছেন সাদেক আলী। বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধানে তৈরি এ গানের কথা লিখেছেন সুমন সরদার। রুনা লায়লা সংগীত পরিবেশন ছাড়াও বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের জন্য একটি সাক্ষাৎকার দেন।

তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বাংলাদেশ বেতারে সাবেক কর্মকর্তা আবু নওশের। এ শিল্পীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। রুনা লায়লার গাওয়া নতুন এ গান ও সাক্ষাৎকারটি শিগগির প্রচার করা হবে।

বাংলাদেশ বেতারে রুনা লায়লার সংগীত পরিবেশন নিয়ে বেতারের একটি সূত্র জাগো নিউজকে জানিয়েছে, দেশের সংগীতের উজ্জ্বল নক্ষত্র রুনা লায়লা আজ (২৯ ফেব্রুয়ারি) বেতারে গান গাইতে এসেছিলেন।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, রুনা লায়লার উপস্থিতে বেতারে সব শ্রেণির কর্তকর্তরা বেশ আনন্দিত। তিনি দীর্ঘদিন পর বেতারে এসেছেন। বেতার কর্তৃপক্ষ আশা করছে এখন থেকে তিনি আবারও নিয়মিত এখানে গান পরিবেশন করতে আসবেন।

রুনা লায়লা তার কণ্ঠের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সংগীত জীবনে প্রায় ১০ হাজার গান গেয়েছেন বরেণ্য এ শিল্পী। বাংলাদেশের সিনেমা ছাড়াও তিনি হিন্দি ও উর্দু ভাষায় ভারতীয় ও পাকিস্তানি সিনেমায় গান গেয়েছেন।

এ ছাড়াও রুনা লায়লা পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতুন, গুজরাটি সিনেমায় গান গেয়েছেন। তার গাওয়া অসংখ্য গান প্রতিনিয়ত এ দেশের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। 'বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম', 'বাড়ির মানুষ কয়', 'ইস্টিশনের রেলগাড়িটা', 'আমি নদীর মতো কত পথ ঘুরে', 'ওই দুলছে দেখো দোলনচাঁপা দুলছে', 'গানেরই খাতায় স্বরলিপি', 'ও আমার জীবন সাথী;, 'তুমিই বড় ভাগ্যবতী', 'শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শোনাব', 'যখন থামবে কোলাহল', 'যখন আমি থাকব না', 'বৃষ্টিভেজা রাতে', 'পান খাইয়া ঠোঁট'সহ অসংখ্য শ্রোতানন্দিত গান তিনি উপহার দিয়েছেন।

আশির দশকের শুরুর দিকে রুনা লায়লা ভারতের শ্রীনগরের একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য তহবিল গঠনের বিনা পারিশ্রমিকে গান গেয়েছিলেন। সেই হাসপাতালে আজও লেখা আছে, 'ডোনেটেড বাই রুনা লায়লা'। রুনা লায়লা বাংলাদেশের গর্ব এবং অহংকার।

ফিরলেন বুমরাহ, ফেরা হয়নি রাহুলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক ম্যাচ বিরতি দিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের শেষ টেস্টে ভারতীয় দলে ফিরেছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। সিরিজের ফাইনাল টেস্টের জন্য দলের ১৬ সদস্যের স্কোয়াডে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিসিসিআই)।

আগামী ৭ মার্চ ধর্মশালায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। এই ম্যাচে বুমরাহ ফিরলেও ফেরা হয়নি লোকেশ রাহুলের। হাঁটুর ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে না পারায় সিরিজের শেষ ম্যাচটিও মিস করবেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। এর আগে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচেও খেলতে পারেননি তিনি।

এদিকে টানা তিন ম্যাচ খেলার পর বুমরাহকে এক ম্যাচের জন্য বিশ্রাম দিয়েছিল বিসিসিআই। সে পরিকল্পনায় রাঁচি টেস্টে দলের সঙ্গে ছিলেন ডানহাতি পেসার। এই ম্যাচে না খেললেও সিরিজে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বুমরাহ। প্রথম তিন ম্যাচে তিনি ১৭ উইকেট পেয়েছেন।

যদিও এরইমধ্যে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত, তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে থাকতে উভয় দলের জন্যই ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ধর্মশালা টেস্ট একাদশ

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), জাসপ্রিত বুমরাহ (সহ-অধিনায়ক), যসস্বি জয়সওয়াল, শুবমান গিল, রাজত পতিদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), কেএস ভরত (উইকেটরক্ষক), দেবদূত পাডিক্কেল, রবীচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ।

অবসরে যাচ্ছেন ম্যাথিউস আম্পায়ার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজে দায়িত্ব পালন করছেন আইসিসির তিনবারের বর্ষসেরা আম্পায়ার মারাইস ইরাসমাস। যার মাধ্যমে এই প্রোটিয়া আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন।

২০০৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করে আসা এই আম্পায়ার ক্রিকেটের আলোচিত অনেক ঘটনার সাক্ষী। তার মধ্যে সাম্প্রতিক অতীতে অনেক আলোচনার জন্ম দেওয়া ইরাসমাসের একটি সিদ্ধান্ত ছিল অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসের 'টাইমড আউট'। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচে এই অলরাউন্ডার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রিজে এসে বল মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তৎকালীন টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের আবেদনে সাড়া দিয়ে ম্যাথিউসকে টাইমড আউট দেন ইরাসমাস।

নিজের আম্পায়ারিং ক্যারিয়ার থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন এই প্রোটিয়া। এ নিয়ে ক্রিকবাজকে দেওয়া মন্তব্যে ইরাসমাস বলেন, 'আমি অনেক সুবিধা ও ভ্রমণের সুযোগ মিস করতে যাচ্ছি। তবে নিজের কম্ফোর্ট জোন থেকে দূরে থাকার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আশা করছি আমার জন্য বিরক্তিকর জীবন অপেক্ষা করছে। তবে আম্পায়ারিং ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি গত বছরের অক্টোবরে। আইসিসিকেও আগামী এপ্রিল থেকে নিজের চুক্তি শেষ করার কথা জানিয়ে দিয়েছি।'

দক্ষিণ আফ্রিকার এই এলিট প্যানেলের আম্পায়ার ২০১৬, ২০১৭ ও ২০২১ সালে আইসিসি বর্ষসেরা আম্পায়ারের পুরস্কার (ডেভিড শেফার্ড ট্রফি) জেতেন। ইরাসমাসের অবসরে আইসিসি এলিট প্যানেলে আম্পায়ারের সংখ্যা কমে হলো ১১। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকান হিসেবে রয়ে গেলেন অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক। পেশাটা কতটা চ্যালেঞ্জিং, তা জানাতে গিয়ে ইরাসমাস বলেছেন, 'এ কাজ করতে গিয়ে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় সঠিক সিদ্ধান্ত জানানোর মুহূর্তে। এটা সব সময় কঠিন এবং বিশেষ ব্যাপার। কাজটা ঠিকভাবে করতে পারলে আনন্দ লাগে।'

রিয়ালে আসছে নতুন তারকা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন মৌসুমের আগেই রিয়াল মাদ্রিদ তাদের দলবদলের অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছে। ফ্রান্সের তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পের রিয়াল আগমন একেবারে সময়ের ব্যাপার। এবার নতুন গুঞ্জন বলছে, বায়ার্ন মিউনিখ থেকে কানাডিয়ান লেফটব্যাক আলফোনসো ডেভিসকেও দলে টানছে রিয়াল। দুই পক্ষের নাকি সমঝোতাও প্রায় হয়ে এসেছে। রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে আগেই জানিয়েছিলেন ডেভিস। বলেছিলেন, এই মৌসুমেই দল ছাড়তে চান তিনি। নয়ত ২০২৫ সালে চুক্তি শেষে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ক্লাব ছাড়বেন। বায়ার্ন এই পর্যায়ে আর ভুল করেনি। গুঞ্জন বলছে, ৫০ মিলিয়ন পেলেই ছেড়ে দেওয়া হবে এই লেফটব্যাককে। যদিও রিয়াল আশা করছে ৩২ মিলিয়ন ইউরোতে তাকে দলে ভেড়াতে পারবে তারা। আফোনসো ডেভিস বায়ার্ন মিউনিখে এসেছিলেন ২০১৮ সালে। ৬ মৌসুম বাভারিয়ানদের একাদশে ছিলেন। জিতেছেন ক্লাব ফুটবলের সম্ভাব্য সব ট্রফি। এবার তিনি যাত্রা করছেন স্পেনের দিকে। এখন পর্যন্ত ক্লাবের হয়ে ১৮০ ম্যাচে করেছেন ৯ গোল। করিয়েছেন ২৭টি। ২০২০ সালে বায়ার্নের ট্রেবল জেতা দলের সদস্য ছিলেন এই কানাডিয়ান লেফটব্যাক।

কষ্টে জিতে আরও বড় পরীক্ষায় ম্যানইউ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে লুটন সিটির বিপক্ষে ৬-২ গোলে জিতেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। আর্লিং হালান্ড একাই করেছিলেন ৫ গোল। বুধবার রাতে লিভারপুল তাদের 'একাডেমির শিশুদের' নিয়ে ৩-০ গোলে সাউদাম্পটনকে হারিয়েছে। অথচ লিডসের বিপক্ষে জিততে ঘাম ছুটে গেছে চেলসির। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গোল করে ৩-২ ব্যবধানে ব্লুজদের জিতেছে কনর গ্লাঘার। নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে জিততেও ঘাম ছুটে গেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে গোল করে দলকে ১-০ ব্যবধানে জিতেয়েছেন কাসেমিরো। কষ্টের জয়ের পর চেলসি তাও একটু স্বস্তি পেয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা পেয়েছে সেরা সময় পেছনে ফেলে শীর্ষ বিভাগ থেকে ডিভিশনে নেমে যাওয়া লেস্টার সিটিকে। কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে পেয়েছে 'রেড হট' অলরেডস খ্যাত লিভারপুলকে। অনেকটা ইংরেজি পরীক্ষা শেষ করেই অংক পরীক্ষায় বসার মতো অবস্থা রেড ডেভিলসদের। এফএ কাপের অপর দুই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি ও নিউক্যাসল ইউনাইটেড। পেপ গার্দিওলার সামনে এডি হাউয়ের দলকেও বড় পরীক্ষা দিতে হবে। অন্য ম্যাচে উলভস ও ডিভিশনের দল কভেন্ট্রি মুখোমুখি হবে। এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল মাঠে গড়াবে ১৬ মার্চ।

ডোপ কাণ্ডে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ পগবা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ডোপিং কাণ্ডে সর্বোচ্চ শাস্তি পেলেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী তারকা ফুটবলার পল পগবা। আগামী চার বছরের জন্য ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাকে।

এর আগে গত বছর নিষিদ্ধ ওষুধ সেবন করার অভিযোগ ওঠে জুভেন্টাসের এই তারকার বিরুদ্ধে। এরপর গত বছরের ২০ আগস্ট উদিনিসের বিপক্ষে জুভেন্টাসের ম্যাচের পর পগবার একটি পরীক্ষা করা হয়। যেখানে তার দেহে উচ্চমাত্রায় টেস্টোস্টেরন হরমোন পাওয়া যায়। এই টেস্টোস্টেরন ফুটবলারদের দীর্ঘ সময় মাঠে থাকতে সহায়তা করে। উদিনিসের বিপক্ষে সেই ম্যাচে পগবা খেলতে নামেননি। তিনি সেদিন পুরো ম্যাচজুড়ে বেঞ্চে ছিলেন। তবে বিপত্তি বাঁধে ম্যাচ শেষে। মাদক পরীক্ষার অংশ হিসেবে সেদিন তার স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষা করে তার দেহে নিষিদ্ধ 'নন-এনডোজোনোস টেস্টোস্টেরন মেটাবোলিটস' পাওয়া গিয়েছে।

পজিটিভ রেজাল্ট আসার পর তৎক্ষণাত নিষিদ্ধ করা হয় পগবাকে। যদিও আপিল করেছিলেন ৩০ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। চার বছরের নিষেধাজ্ঞা পাওয়ায় তার ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলছেন অনেকেই। ৩০ বছর বয়সী পল পগবা চার বছরের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আবার ফুটবলে ফিরতে পারবেন কি! না কি এখানেই শেষ হতে যাচ্ছে এ তারকার ক্যারিয়ার।

মিডফিল্ডার পল পগবা ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জিতেছেন। ওই দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ছিলেন তিনি। দুই মেয়াদে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও জুভেন্টাসের হয়ে খেলেছেন তিনি। ফ্রান্স অনূর্ধ্ব-১৬ থেকে অনূর্ধ্ব-২০ হয়ে জাতীয় দলে ঢোকেন এই মিডফিল্ডার। লেস ব্লুজদের জার্সিতে খেলেছেন ৯১ ম্যাচ।

রোহিত-কোহলিকেও ঘরোয়ায় খেলতে বললেন

ভারতের বিশ্বকাপজয়ী তারকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরোয়া খেলা নিয়ে কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিসিসিআই)। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে রাজি না হওয়ায় কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে ইশান কিশান ও শ্রেয়াস আয়ারকে।

এছাড়া রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটাদেরও ঘরোয়ায় খেলা উচিত বলে মনে করেন ১৯৮৩ সালে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য কীর্তি আজাদ।

কীর্তি বলেন, 'এটি বোর্ড পরিচালকদের) খুব ভালো একটি পদক্ষেপ। প্রত্যেকেরই রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট খেলা উচিত। তবে বর্তমানে আইপিএলের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এটা ভালো, এটা বিনোদনমূলক কিন্তু আসল ক্রিকেট হলো (পাঁচ) দিনের ক্রিকেট। ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা ভালো, এটি আপনাকে খেলার সঙ্গে সংযুক্ত রাখে।'

রোহিত-কোহলিকে উদ্দেশ করে কীর্তি বলেন, 'কিন্তু যখনই আপনারা অবসরে থাকেন, এমনকি আপনি একজন রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলি হলেও, আপনার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত। সেই (রাষ্ট্র) আপনাকে একজন খেলোয়াড় হওয়ার, নির্বাচিত হওয়ার এবং তারপর দেশের হয়ে খেলার সুযোগ দিয়েছে।'

তবে শুধু আয়ার ও কিশানকে নয়, যারা ঘরোয়া খেলবে না, সবাইকেই শাস্তি দেওয়া উচিত বলে মনে করেন কীর্তি। তিনি বলেন, 'শুধু দুইজনকে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। আমি মনে করি, সবাইকে শাস্তি দেওয়া উচিত। সবাইকে একই আয়না দিয়ে দেখা উচিত।'

এ সময় ভারতীয় ক্রিকেটাররা কেন ঘরোয়া খেলতে চান না সেটি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কীর্তি। তিনি দেখিয়েছেন, জাতীয় দলের খেলা না থাকলে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা স্বেচ্ছায় ঘয়োয়া ক্রিকেটে খেলেন।

কীর্তি বলেন, 'ঘরোয়া (ইংল্যান্ডের) ক্রিকেটের দিকে তাকান। এখানে ২০টির বেশি দল রয়েছে এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পাশাপাশি অসংখ্য তিন দিনের এবং চার দিনের খেলা রয়েছে। প্রত্যেক খেলোয়াড় সেখানে জড়িত। যদি কোনো খেলোয়াড় টেস্ট স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ে যায়, তাহলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে চলে যায়।'

বিশ্বকাপের পর নেশন্স লিগের চ্যাম্পিয়নও স্পেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গেল বছর প্রথমবারের মতো নারী বিশ্বকাপ জেতে স্পেন। এবার তারা জিতল উয়েফা নেশন্স লিগ। ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পর পেল আরেক সাফল্য পেল স্পেন। এই প্রথমবারের মতো নারী উয়েফা নেশন্স লিগ জিতল স্পেন। বর্তমানে পুরুষদের নেশন্স লিগ চ্যাম্পিয়নও তারা।

নেশন্স লিগের দুই ফাইনালিস্ট স্পেন ও ফ্রান্স নিশ্চিত করেছে প্যারিস অলিম্পিকের নারী ফুটবল ইভেন্টে খেলা। নেশন্স লিগের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জার্মানি ২-০ গোলে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে অলিম্পিকে জায়গা নিশ্চিত করেছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR